মহানবী (সঃ) এর নৈতিকতা

মুহাম্মদ (সঃ) পূর্ণতম মানব ও সকল নবী রাসুলদের মহান নেতা ছিলেন। তাঁর মহত্ব প্রমাণের জন্যে এটাই যথেষ্ঠ যে, পবিত্র কুরআনে মহান প্রভু সর্বদাই তাঁকে "ইয়া আইউহান্ নাবী বা ইয়া আইউহার্ রাসুল" হে নবী বা হে রাসুল পরিভাষায় সম্মোধন করেছেন। একই ভাবে মহান প্রভু তাঁকে বিশ্ববাসীর জন্য উত্তম আদর্শ পুরুষ; কস্বরুপ পরিচয় দিয়েছেন "নিশ্চয় রাসুলের মধ্যে (আচার ব্যবহারে) তোমাদের জন্যে উত্তম আদর্শ নিহীত আছে "। বস্তুতঃ তিনি সকল প্রকারের মানবিক গুণাবলী এবং পরিপুর্ণ রুপে সকল নৈতিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। মহান প্রভু তাঁর প্রসংশায় বলেন ঃ 'হে হতে তাহলে তোমার থেকে সবাই দুরে সরে যেত'। আর এ কারণেই ইসলামী আদর্শ বিস্তারের একটি মৌলিক অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল নমনীয়তা ও বিনয়ী আচারণ। তাঁর জীবনের কোন একটি মুহুর্তও অপব্যয় করতে দেখা যায়নি। তাই তিনি ইবাদতের সময় প্রভু নিকট প্রার্থনা করে বলতেন ঃ হে প্রভু বেকার, অলসতা ও অবহেলাময় জীবন থেকে তোমার আশ্রায় প্রার্থনা করি। তাই তিনি সর্বদাই মুসলমানদেরকে কর্ম জীবনের প্রতি উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যোগাতেন।

সব সময়ই তিনি ন্যায়ে ও ইনসাফের পক্ষ অবলম্বন করতেন। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে কখনও মিথ্যা বা ধোকাবাজির পন্থা অনুসরণ করতেন না । এমন কি লেনদেনর ক্ষেত্রেও তিনি কড়াকড়ি বা কঠোর নীতি অবলম্বন করতেন না । তিনি সত্যবাদীতা ও বিশ্বস্তা মানব জীবনের মৌলিক দুটি স্তম্ভ মনে করতেন । তাই বলতেন ঃ এদুটি বিষয় সমস্ত নবীদের আর্দশেই অতিশয় গুরুত্বারোপ করা হয়েছে । তাঁর দৃষ্টিতে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির ঐশী দায়িত্ব হল অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করা, কখনই দর্শকের ভুমিকা পালন করা উচিত নয় । তাই তিনি বলতেন ঃ তোমরা তোমাদের দ্বীনি ভাইকে সাহার্য কর, তাই সে অত্যাচারী হোক কিংবা অত্যাচারিত । সাহাবীরা বললেন ঃ হে আলাহর্ নবী, আমরা অত্যাচারিতকে সাহার্য করার অর্থ বুঝতে পেরেছি কিন্তু অত্যাচারীকে কিভাবে সাহার্য করব ? তিনি বললেন ঃ তার হাতটি ধরে রাখ যাতে অন্যকে অত্যাচার করতে না পারে । হে প্রিয় পাঠক ! আজ আমরা এমন এক যুগে বাস করছি, যখন মানুষ্যত্ববোধ, নৈতিকতা স্থান দখল করে নিয়ে পাশবিক কাম ও তাড়না শক্তি । তাই প্রিয় নবী (সঃ) এর একান্ত ঐশী রূপতে এখানে তুলে ধরে সর্বসাধারণের জন্যে আদর্শ ফলক যা মানবতা চুড়ান্ত বাস্তব মূর্তি তাঁকে আমরা অনুসরণ করতে পারি ।

ইতিহাসে আমরা তিন প্রকৃতির অভিনব মানুষ আমরা দেখতে পাই। যথাক্রমে রাজা বাদশা বা পুজিপতি শ্রেণী, দার্শনিকগণ, ঐশী দুত নবীগণ । নবীদের চরিত্র অতিশয় মনোগ্রাহী, তাঁদের আচার ব্যবহার সততা আন্তরিকতা সবই তাঁদের শক্তি ও সর্মথের তুলনায় অধিক প্রকাশিত। তাঁর প্রশস্ত কপালে রহস্যময় চোখ দুটো সবাইকে আকর্ষণ করত্ । তাঁর মুখ সর্বদা থাকত্ হাস্যোজ্জল আর বুকে ধারণ করে থাকত্ রহস্য ভান্ডার ।

তাঁর অন্তস্থলে রহস্য মুলক বার্তা বিকিরিত হতে থাকে। ঐ রহস্যময় জ্যোর্তিতে তাদের সমস্ত অস্তিত্ব পাবিত হতে থাকে । আমরা যদি ইতিহাস স্রষ্টাদের প্রতি লক্ষ্য করি তাহলে সর্বত্রই আমরা দেখতে পাব সরল প্রকৃতির মানুষ যাদের অন্তর রহস্যে পরিপূর্ণ । ইব্রাহীম, নুহ্, মুসা, ইসা, ইতিহাসের মহান নবীগণ সবাই এমনই ছিলেন । তবে মুহাম্মদ (সঃ) যে সর্বশেষ নবী তিনি কেমন ছিলেন ? যারা তাঁর সাথে বির্তক্য করতেন, তিনি তাদের সাথে কিরুপ আচারণ করতেন ? তিনি কি কেবল কয়েকটি

আয়াত পড়েই ক্ষ্যান্ত হতেন, না নিজের আদর্শ বিশ্বাসকে সহজ ভাবে বর্ণনা করতেন, তর্ক্য করতেন না ।